বিশেষ

বৈশেষিকা সম্মত সপ্তপদার্থর অন্যতম হল বিশেষ পদার্থ।মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক সূত্রে এবং বাতসায়নের ন্যায়ভাষ্যে বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়।,অনেকের মতে বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেছেন বলেই বৈশেষিক দর্শনকে বৈশেষিক বলা হয়েছে।কারণ অন্য অনেক দর্শনে এই বিশেষ পদার্থ স্বীকার করা হয়নি।

যা কোন কিছুকে বিশিষ্ট করে,অর্থাত অন্য থেকে ব্যাবৃত্ত করে বা ভিন্ন করে তাকেই বিশেষ বলে।ঘটে আছে যে ঘটত্ব ধর্ম,তা ঘটটির বিশেষ,যেহেতু তা ঘটকে অন্য বস্তু যেমন পট থেকে পৃথক করে।আবার একটি লাল রঙ এর ঘটের লাল রঙ তার বিশেষ,কারণ তা নীল রঙ এর ঘট থেকে পৃথক করে।

কিন্তু সপ্তপদার্থর অন্যতম বিশেষ পদার্থ এরকম সাধারণ ভেদক ধর্ম নয়।প্রশস্তপাদ বৈশেষিক ভাষ্যে বলেছেন 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ঃ অন্ত্যাঃ বিশেষাঃ' অর্থাৎ বিশেষ হল যা নিত্য দ্রব্যে থাকে এবং অন্ত্য বিশেষ।'অন্ত্য' কথাটি সাধারণত শেষ বা চরম অর্থে ব্যবহৃত হয়।অর্থাত অন্ত্য বিশেষ হল চরম বিশেষ বা চরম ব্যবর্ত্তক ধর্ম।চরম ব্যাবর্তক ধর্ম বলতে আমরা বুঝি যা অন্য ধর্মের সাহায্যে অন্য পদার্থ থেকে ব্যাবৃত্ত বা ভিন্ন হয় না।'অন্ত্য' শব্দের অর্থ হল যা অন্তে বা সকলের শেষে থেকে ব্যাবর্তক হয়।অর্থাত যার অন্য কোন ব্যাবর্তক নেই,যা নিজেই নিজের ব্যাবর্তক।একটি বিশেষ থেকে অন্য বিশেষকে পৃথক করার জন্য যদি আরেকটি বিশেষ স্বীকার করতে হয়,তবে অনবস্থা দোষ হয়।এই দোষ পরিহারের জন্য বৈশেষিকেরা বিশেষকে অন্ত্য বিশেষ বলেছেন।'যাতে বিশেষ অপেক্ষা অন্য কোন ভেদক ধর্ম নেই,একমাত্র বিশেষই ভেদক ,তাই 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ।'

বিশেষ নিত্য দ্রব্যে নিত্য দ্রব্যের ভেদক রূপে থাকে।নিত্য দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বিশেষ থাকে।নিত্য দ্রব্যে থাকে বলে বিশেষও নিত্য।

এই অন্ত্যবিশেষ পদার্থ সর্বদাই ব্যাবৃত্তবুদ্ধির জনক হয়,কখনই অনুগত বুদ্ধির জনক হয় না। জাতি,গুণ ইত্যাদি পদার্থও ভেদক ধর্ম হয়।কিন্তুএরা যেমন ব্যাবৃত্ত বুদ্ধির জনক হয়,তেমনই অনুগত বুদ্ধিরও জনক হয়।ঘটত্ব ঘটকে যেমন পট থেকে পৃথক করে, সাথে সাথে 'এটা ঘট, এটা ঘট' এইরূপ অনুগত বুদ্ধিরও জনক হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বিশেষ স্বীকারের যুক্তি কি? অতীন্দ্রিয় পরমাণুর ভেদ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না।কিন্তু যোগীরা এই ভেদ প্রত্যক্ষ করেন। যোগীদের এই ভেদজ্ঞানের জন্য বিশেষ পদার্থ স্বীকার করতে হয়।

সাধারণ লোকেরা বিশেষ প্রত্য ক্ষ করতে পারে না।তাদের ক্ষেত্রে অনুমানের দ্বারা বিশেষ পদার্থ প্রমাণিত হয়।"সমানজাতিগুণকর্মাণঃ পরমাণবো ব্যাবর্তকধর্ম সম্বন্ধিনঃ যথার্থ ব্যাবৃত্ত জ্ঞান বিষয়ত্বাত ঘটাদিবত" এই অনুমানের দ্বারা বিশেষের সিদ্ধি হয়।জাতি,গুণ, ক্রিয়া,অবয়ব প্রভৃতির দ্বারা দুটি অনিত্য দ্রব্যের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়।ঘট থেকে দ্ব্যণুক পর্যন্ত সাবয়ব বস্তুর ভেদ অবয়ব দ্বারা হয়।একটি ক্ষিতির পরমাণু ও অপের পরমাণুর ভেদ গুণের দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে।কিন্তু একটি ক্ষিতির পরমাণু অপর ক্ষিতির পরমাণু থেকে পৃথক হবে কিভাবে? এক্ষেত্রে অবয়ব বা গুণ ভেদক হতে পারে না। এক্ষেত্রে বিশেষকে ভেদক ধর্ম রূপে স্বীকার করতে হবে।একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে।একটি ঘটের সাথে পটের পার্থক্য আমাদের উপলব্ধির বিষয়। এখানে ঘটত্ব জাতি হল ভেদক ধর্ম। আবার দুটি ঘট যদি একই ধর্ম বিশিষ্ট হয়,তবে তার ভেদক ধর্ম গুণ হতে পারে না।এক্ষেত্রে ভেদক ধর্ম হবে অবয়ব। অবয়ব ভেদের দ্বারাই অবয়বীর ভেদ সিদ্ধ হয়।আবার সেই অবয়বগুলিও অবয়বী, তারাও অবয়বের দ্বারা অন্য অবয়বী থেকে পৃথক হয়।এইভাবে অগ্রসর হতে

হতে যখন অন্তিম অবয়ব পরমাণুতে পৌঁছাব, তখন দুটি পরমাণুর ভেদক ধর্ম কি হবে? যেমন ঘটের অন্তিম অবয়ব হল ক্ষিতি পরমাণু। দুটি ক্ষিতি পরমাণুর ভেদক ধর্ম কি হবে? পরমাণুর অবয়ব নেই,অতএব অবয়ব পরমাণুর ভেদক হতে পারে না।আবার দুটি ক্ষিতি পরমাণুর গুণই এক, সুতরাং গুণ ও ভেদক ধর্ম হতে পারে না।তাই এক্ষেত্রে বিশেষ স্বীকার করতে হবে।সুতরাং বিশেষ পদার্থ স্বীকার না করলে একই রকম দুটি নিত্য দ্রব্যকে পৃথক করা যাবে না।

এই বিশেষ পদার্থ শুধু যে পরমাণুতে আছে,তা নয়।প্রত্যেক নিত্য দ্রব্যে এই বিশেষ আছে।প্রত্যেক নিত্য আত্মায় বিশেষ থাকে।বদ্ধ আত্মা তার নিজস্ব সুখ,দঃখের দ্বারা অন্য আত্মা থেকে পৃথক হতে পারে।কিন্তু সকল মুক্ত আত্মা সমান গুণবিশিষ্ট। এক্ষেত্রে ভেদক ধর্ম হবে বিশেষ।

মন নামক দ্রব্যও অসংখ্য এবং সমান ধর্ম বিশিষ্ট। তাদের পরস্পরের ভেদ যোগীদের প্রত্যক্ষের বিষয়।এইজন্য প্রত্যেক মনে বিশেষস্বীকার কর হয়েছে।

দিক,কাল,আকাশ নামক নিত্য দ্রব্য সংখ্যায় অনেক নয়,এক।কিন্তু এদেরও বিশেষ আছে।দিক ও কালের জাতি স্বীকার করা হয় নি।দুটি দ্রব্যেরই সংখ্যা,পরিমাণ,পৃথকত্ব,সংযোগ ও বিভাগ একই সামান্য গুণ আছে,কোন বিশেষ গুণ নেই।সেইজন্য বিশেষস্বীকার করা হয়েছে যার দ্বারা দিক কাল থেকে ব্যাবৃত্ত হব।

অসংখ্য নিত্য দ্রব্যে যে অসংখ্য বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে তারাও পরস্পরের থেকে পৃথক। কিন্তু দুটি বিশেষের পারস্পরিক ভেদ উপপন্ন করার জন্য বিশেষের আর বিশেষ স্বীকার করা হয় না।করলে অনবস্থা দোষ হয়।বিশেষগুলি যদি তাদের ভেদের জন্য অন্য বিশেষের অপেক্ষা করে,তাহলে সেই বিশেষগুলিও আবার তাদের ভেদের জন্য অন্য বিশেষের অপেক্ষা করবে।এইভাবে অনবস্থা দোষ হবে।এইজন্য ন্যায়াবৈশেষিকরা বিশেষকে স্বতোব্যাবর্তক বলেছেন।বিশেষ নিজেই নিজেকে ব্যাবৃত্ত করে।

বিভিন্ন নিত্য দ্রব্যে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ স্বীকার করলেও বিশেষের অনুগত ধর্ম বিশেষত্বকে জাতি বলা হয় না।বিশেষত্বকে জাতি স্বীকার করলে রূপহানি হয়।বিশেষোত্ব জাতি স্বীকার করলে তার দ্বারাই বিভিন্ন বিশেষের মধ্যে ভেদ স্বীকার করতে হবে,সেক্ষেত্রে বিশেষের স্বতোব্যাবর্তকত্বরূপের হানি হবে।

কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক যেমন রঘুনাথ শিরোমনি প্রমুখ বিশেষ স্বীকার করেননি।তারা বলেন বিশেষ স্বীকার না করে নিত্য দ্রব্যসমূহকেই স্বতঃব্যাবর্তক বললে বিশেষ স্বীকার করতে হয় না। এই আপত্তির উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকেরা বলেন জাতিমান পদার্থ কখনো স্বতোব্যাবর্তক হতে পারে না। নিত্যদ্রব্যে দ্রব্যত্ব জাতি থাকায় তা স্বতোব্যাবর্তক হতে পারে না। বিশেষের জাতি নেই,তাই স্বতঃব্যাবর্তক।

কেউ বলতে পারেন যে দুটি সজাতীয় পরমাণু পৃথকত্ব গুণের দ্বারা ব্যাবৃত্ত হতে পারে।সুতরাং বিশেষ পদার্থ স্বীকারের দরকার নেই।ন্যায়া-বৈশেষিকেরা উত্তরে বলেন যে বৈধর্ম সিদ্ধ না হলে পৃথকত্ব স্বীকৃত হয় না।দুটি সজাতীয় পরমাণুর বৈধর্ম স্বীকারের জন্যই বিশেষ স্বীকার করতে হবে।

এইভাবে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা বিশেষকে সিদ্ধ করেন।